দৈনিক সংবাদ

17
04 FEB 1987
6 — 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

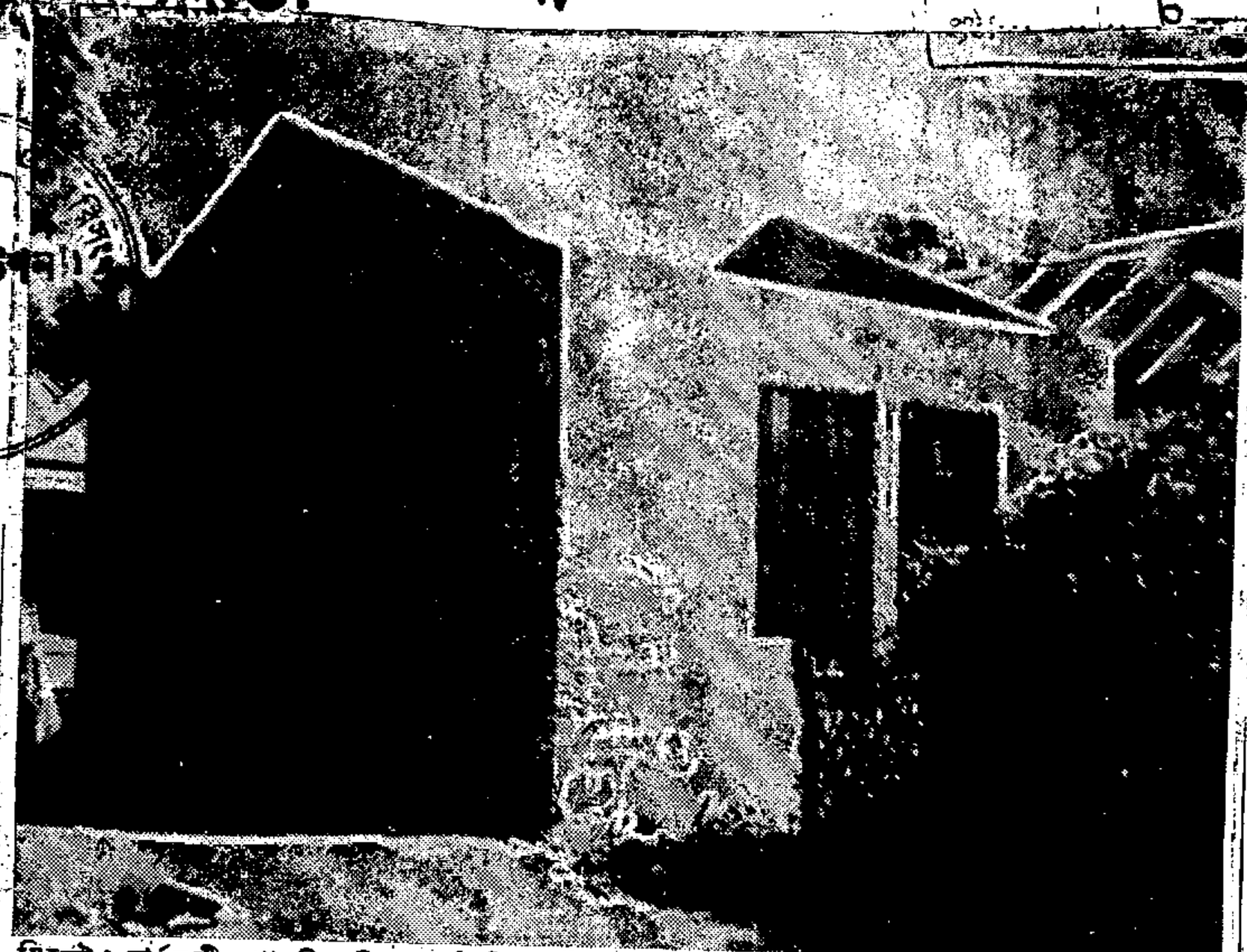

সিলেট : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে জৈন্তাপুর উপজেলার লামনী গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি এ পর্যন্ত নির্মাণের পর আর কাজ এগোয়নি। ইতিমধ্যে দেয়ালের আস্তরণ খসে পড়তে শুরু করেছে। —সংবাদ

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী

শিক্ষয়িত্রীরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না

সিলেট, ২রা ফেব্রুয়ারী (জেলা বার্তা পরিবেশক)।— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন থেকে বঞ্চিত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আই, ডি, এ) এর পক্ষে বিশ্ব ব্যাংক এতে বিরাট অংকের অর্থ সাহায্য প্রদান করে। প্রথম পর্যায়ে সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা, গাইবান্ধা, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা এর আওতায় আসে।

সূত্রটি জানায়, সাধারণভাবে 'বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প' নামে পরিচিত এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন। এ লক্ষ্যে উল্লেখিত জেলাসমূহে কমপক্ষে ৪৮ জন পি, টি, আই প্রশিক্ষক, ২শ' ৫০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৫শ' জন শিক্ষয়িত্রী (শিক্ষক নেয়া হয়নি) নিয়োগ করা হয়। সে সাথে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার্যালয়, বিদ্যালয় ভবন (এক হতে চার কক্ষবিশিষ্ট) ও শৌচাগার (দু'কক্ষের) নির্মাণ ও সংস্কার এবং সেগুলোতে আসবাবপত্র (বেঞ্চ-ডেস্ক) সরবরাহ ও নলকূপ বসানোর কাজ চলতে থাকে। তবে ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুরোপুরি সম্পন্ন করা যায়নি, বিস্তর বাকী রয়ে গেছে; এখন আর টাকা মিলছে না। এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর থেকে শিক্ষয়িত্রীদের বেতন বন্ধ। অবশ্য পি, টি, আই প্রশিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন পিটিআই প্রশিক্ষক, ৩৮জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৮৩ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। পাশাপাশি ৩৮টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ৭শ' ১০টি বিদ্যালয় ভবন ও শৌচাগার নির্মাণ ও সংস্কার এবং সেগুলোতে আসবাবপত্র সরবরাহ ও ২শ' ৭১ টি নলকূপ বসানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় ৮টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, এবং ৭৪টি বিদ্যালয় ভবন ও শৌচাগারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি, অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া আনুমানিক ১ হাজার জোড়া আসবাবপত্র ও ৬০টি নলকূপের যথাক্রমে সরবরাহ ও বসানোর কাজ বাকী। আবার সব ক'টি ক্ষেত্রে ব্যাপক ত্রুটি, কারচুপি ও আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। ভবন ও শৌচাগারগুলো আকারে নিতান্ত ছোট, আসবাবপত্রে ব্যবহৃত কাঠ খুবই নিম্নমানের, অধিকাংশ নলকূপ দিয়ে বালি মিশ্রিত পানি আসে ও প্রায়ই নষ্ট থাকে।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, যথাসময়ে অর্থ ও ঠিকাদার না পাওয়ায় এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। সম্পন্ন কাজ সম্বন্ধে তেমন কোন অভিযোগ নেই, অর্থাভাবের দরুন অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না।